ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ▷

# বাজেট ২০১৭-১৮ প্রান্তজনের ভাবনা

ছোটবেলায় খুব শুনতাম : 'নলায় নলায় মাথি খাবে তিন মাথা যার বুদ্ধি নেবে' সরল কথায় এর অর্থ : ছোট মাছের হাড্ডি ও মাথা চিবিয়ে খেলে পাওয়া যায় প্রচুর ক্যালসিয়াম। আর প্রবীণজন, যাঁদের দুই হাঁটু আর মাথা বরাবর হয়ে যায়, তাঁদের পরামর্শ পরিপক্ক ও ফলপ্রসূ হবে। হায় আফসোস! হাল আমলে নবীনদের দাপটের সময়। প্রবীণরা অনেকটাই কাঁচুমাচু। আগের কালে একান্নবর্তী পরিবারে দাদা-দাদি, নানা-নানিদের খুবই কদর ছিল। প্রায় সব সন্তানেরই গুরুজনদের আশীর্বাদ এবং অর্থানুকূল্যে লেখাপড়া ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ করা হতো। সে তুলনায় প্রতীচ্যের সামাজিক বন্ধন সম্পূর্ণ ভিন্ন। আয়-রোজগারে ব্যস্ত মা-বাবা অফিসে যাওয়ার সময় সন্তানকে 'বেবি সিটার' বা 'চাইল্ড কেয়ারে' রেখে যান। অফিসফেরত একরাশ ক্লান্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে তড়িঘড়ি ঘুম পাড়িয়ে দেন। তাই মা-বাবা ও সন্তানদের মধ্যে মায়ার বাঁধনটি তেমন হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া ১৮ বছর হতে না হতেই যুবক ও যুব মহিলাদের স্কুল খরচ বন্ধ করে দেন মা-বাবা। ফলে চাকরিতে অর্থ উপার্জন করেই তাদের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে হয়। সে কারণে উত্তর আমেরিকার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মা-বাবা ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্কের উষ্ণতা নেই। আছে আনুষ্ঠানিকতা। মাঝেমধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে চাকরিজীবী ছেলে বা মেয়ে অনিবন্ধিত দূরালাপনী রাখে যাতে বাবা অথবা মা 'বিরক্ত' করতে না পারেন। তবে মা অথবা বাবা মারা গেলে সম্পত্তিতে ভাগ বসানোর জন্য অতি অবশ্যই ছেলে ও মেয়ে মৃতদেহের কাছে ছুটে আসে। আমরা সে পরিস্থিতি মোটেও চাই না। ফলে বয়স্কদের লালন-পালন ক্রমেই শুধু দুর্বল হয়ে পড়া পারিবারিক বন্ধনের ওপর নির্ভর না করে সামাজিক সুরক্ষাবলয়ে পাকাপোক্ত করতে চাই।

বাংলাদেশে বর্তমানে ষাটোর্ধ্ব প্রবীণের সংখ্যা এক কোটি ৩০ লাখ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ। এ সংখ্যা ২০৩০ সালে হবে দুই কোটি এবং ২০৫০ সালে হবে পাঁচ কোটি। মোট জনসংখ্যার অনুপাতেও প্রবীণদের অবস্থান বড় হতে থাকবে। বর্তমানে ক্রমবর্ধমান দ্রুতগতি সামষ্টিক আয়ের প্রবৃদ্ধিতে মাথাপিছু আয় প্রতিবছর বাড়ছে আর জীবনযাত্রার মানের উন্নতিতে গড় আয়ু বাড়ছে (বর্তমানে ৭২ বছর, ১৯৭২ সালে ছিল ৪৭ বছর)। কমছে জন্মের হার এবং বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি। আজকের যাঁরা ষাটোর্ধ্ব প্রবীন তাঁরা কিন্তু যৌবনে দেশ ও দেশের জন্য অর্থবহ অবদান রেখেছেন : কিষান-কিষানি হোন অথবা শ্রমজীবী অথবা অন্য কোনো কাজে নিয়োজিত থেকে। তাই তাঁদের সম্মান করা এবং ভদ্রজনোচিত জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দেওয়া একটি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রশংসনীয় সামাজিক নিরাপত্তাবলয় গড়ে তোলার অব্যাহত প্রচেষ্টায় ভাতাপ্রাপ্ত প্রবীণদের সংখ্যা সাড়ে তিন লাখ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ লাখে উন্নীত করার প্রস্তাব রয়েছে। এ হিসাবে কিন্তু ৯৫ লাখ প্রবীণই (এক কোটি ৩০ লাখ থেকে ৩৫ লাখ বাদ) রাষ্ট্রীয় বৃত্তির বাইরে থেকে যাচ্ছেন। আর সামাজিক দায়বদ্ধতার তাগিদে প্রবীণহিতৈষী সংস্থার বাইরে বিক্ষিপ্তভাবে এখানে-ওখানে কয়েকটি 'বৃদ্ধাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করা

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে প্রবীণদের ভাগ্যবিপর্যয় ঠেকাতে প্রতিটি ইউনিয়নে কালক্রমে একটি করে ৫০০ জনের প্রবীণ নিবাস নির্মাণ করা সমীচীন হবে। সরকারি খাতে বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে ও বেসরকারি খাতে সিএসআরসহ আকর্ষণীয় কর হ্রাস সুবিধার মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। প্রবীণ নিবাসে আধুনিক জীবনযাপনের সুবিধা, খেলার মাঠ, পুকুর, ব্যায়াম সুবিধা, চিকিৎসাসেবা থাকবে। প্রবীণরা তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাষবাস, মৎস্য পালন, সবজি উৎপাদন ও প্রাথমিক, মাধ্যমিক কারিগরি স্কুলে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হস্তান্তর করবেন

হয়েছে। 'বৃদ্ধাশ্রম' শব্দটি বর্জনীয়। হৃদয়বানের মতো বলতে হবে, প্রবীণালয় অথবা প্রবীণ নিবাস। জনকল্যাণকামী সরকারের কাছে প্রত্যাশা ও আবেদন : টেকসই উন্নয়নের মতোই মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে এ দেশের প্রবীণদের জন্য বাজেট বরাদ্দ ও মনোযোগ বহুলাংশে তবে ক্রমবর্ধমানভাবে বাড়ানো হোক।

ষাটোর্ধ্বদের জন্য রেলপথ, জনপথ ও জলপথের সব যানবাহনে এক-চতুর্থাংশ ভাড়ায় চলাচলের সুযোগ বিবেচনা করা যেতে পারে। সরকারি যানবাহনে এ সুবিধা চালু করা হলে একটি সামাজিক চাপ সৃষ্টি হবে। যার কারণে বেসরকারি খাতের সড়ক ও জলপথের যানবাহনও প্রবীণদের সাশ্রয়ী মূল্যে চলাচলের সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য হবে।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে প্রবীণদের ভাগ্যবিপর্যয় ঠেকাতে প্রতিটি ইউনিয়নে কালক্রমে একটি করে ৫০০ জনের প্রবীণ নিবাস নির্মাণ করা সমীচীন হবে। সরকারি খাতে বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে ও বেসরকারি খাতে সিএসআরসহ আকর্ষণীয় কর হ্রাস সুবিধার মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। প্রবীণ নিবাসে আধুনিক জীবনযাপনের সুবিধা, খেলার মাঠ, পুকুর, ব্যায়াম সুবিধা, চিকিৎসাসেবা থাকবে। প্রবীণরা তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাষবাস, মৎস্য পালন, সবজি উৎপাদন ও প্রাথমিক, মাধ্যমিক কারিগরি স্কুলে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য হস্তান্তর করবেন।

সরকারি পেনশনে ষাটোর্ধ্ব বয়সীদের জন্য মাসিক ভাতা এক হাজার টাকা থেকে দুই হাজার ৫০০ টাকা করা হয়েছে। প্রতিবছর এতে আরো ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করে পাঁচ বছর পরে মাসে পাঁচ হাজার টাকা করা যেতে পারে।

একটি ভিন্ন প্রস্তাবে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া সব ছাত্র-ছাত্রীকে শীতকালে এক সেমিস্টারের ৯ ক্রেডিটের জন্য বাধ্যতামূলক গ্রামবাংলায় হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণের যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, তা গৃহীত হলে প্রবীণদের ওই সময় তাঁদের পারদর্শিতা অনুসারে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা দেওয়া যেতে পারে। প্রবীণদের একটি করে 'সিনিয়র সিটিজেন' কার্ড ইস্যু করা যেতে পারে।

অর্থনীতি যত বড় হবে, উন্নয়ন বরাদ্দ ততই বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। সেখানে প্রতিটি ইউনিয়নে দুটি মানদণ্ড, যথা—অর্ধেক বরাদ্দ প্রতিটি ইউনিয়নে সমান হারে এবং বাকি অর্ধেক জনসংখ্যার অনুপাতে ভাগ করা যেতে পারে। স্থানীয় উন্নয়নে প্রবীণদের ব্যাপক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

**লেখক** : সদস্য, আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস কমিশন, জাতিসংঘ
সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক